পূর্বাপর; জেনারেল ওসমানী ও ১৬ ডিসেম্বর

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৬ ডিসেম্বর বিকালে রমনা রেসকোর্সে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসর্মপনের মূহুর্তে মুক্তিবাহিনী'র সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর অনুপস্থিতীর কারন নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। সেই সময়ে জেনারেল ওসমানী কেন উপস্থিত ছিলেন না বা কোথায় ছিলেন তা নিয়েও বেশ কিছু গল্প কাহিনীও তৈরী হয়েছে। শুধু ১৬ ডিসেম্বর নয়, এর আগে ও পরে জেনারেল ওসমানীর অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা এই প্রসঙ্গে অপ্রাসংগিক হবে বলে আমি মনে করি না।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল হিসাবে অবসর নেয়ার প্রায় তিন বছর পর হটাৎ করেই রাজনীতিতে আগমন ঘটে কর্নেল ওসমানীর। চিরকুমার এই কর্নেল, র্কমজীবনে বরাবরই রাজনীতির সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন।

আগরতলা মামলার সাথে অনেক বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিক জড়িত থাকলেও আগরতলা মামলার সাথে কর্নেল ওসমানীর কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না। ইতিহাস সম্পর্কে অজ্জ কিছু সংখ্যক মানুষের ধারনা কর্নেল ওসমানী ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা। এই তথ্যটি সর্ম্পূন ভূল, কুমিল্লার মেজর গনি হচ্ছেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৭০ এর নিব্বাচনের আগে ততকালীণ কর্নেল ওসমানী একরকম অবসর জীবন যাপন করছিলেন। সেই সময়ে প্রায়ই তিনি সায়েন্স ল্যাবরেটরী স্টাফ কোয়ার্টারে আমাদের পাশের বাসা B 4 এ তার চাচাত ভাই এর বাসায় বেড়াতে আসতেন। তার চাচাতো ভাই'এর ছেলে এহসান ছিল আমার ছোট বেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে সেই সময়ে কর্নেল ওসমানী'কে খুউব কাছে থেকে অনেকবার দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। এহসান র্বতমানে এয়ার কমোডর এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী'র ঢাকা বেইস, 'বেইস বাশার'এর অধিনায়ক।

বিরাট গোফ এর অধিকারী কর্নেল ওসমানী ছিলেন সিলেটি এহসানের ভাষায় 'মুচওয়ালা চাচা'। ১৯৭০ সালের নিব্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু, কর্নেল ওসমানী'কে মনোনয়ন প্রদান করেন, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী'র বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের কাছে আওয়ামী লীগের গ্রহন যোগ্যতা বাড়ানোর প্রত্যাশায়। আওয়ামি লীগের প্রাথী হিসাবে কর্নেল ওসমানী জীবনের প্রথম নিব্বাচনে নৌকায় চড়ে সহজেই জয়ী হন।

অনেকেরই ভূল ধারনা রয়েছে যে, কর্নেল ওসমানী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। এই প্রসংগে বলাবাহুল্য কর্নেল ওসমানী বাঙালি অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে বয়জেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু পদবির দিক থেকে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন না। সেই সময়ে পদবির দিক থেকে পাকিস্তান সেইনাবাহিনীতে কর্নেল এর উপর আমার জানা মতে কমপক্ষে আরো পাঁচ জন বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। তারা হলেন লে জেনারেল খাজা ওয়াসীউদ্দিন (ঢাকার নওয়াব বাড়ির), মেজর জেনারেল করিম, ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার মাজেদুল হক ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদার।

মুক্তিযুদ্ধঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ততকালীন প্রধান্মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ; এম, এন, এ কর্নেল ওসমানী'(অবঃ)কে মুক্তিবাহিনীর সব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং এর মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর উপর নিব্বাচিত বেসামরিক মুজিবনগর সরকারের র্কতৃত্ব স্থাপিত করেন। একই সাথে সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার'কে মুক্তিবাহিনীর উপ-সব্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ দেন। এই নিয়োগ ছিল

১৯৭১ সালে তাজউদ্দিন আহমেদ'এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এক অপূর্ব্ব উদাহরন।

১৯৭১ সালে জেনারেল ওসমানী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে, মূলত কলকাতার থিয়েটার রোড এর কার্যালয়েই সময় কাটাতেন। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রথাগত যুদ্ধের উপর ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্নেল ওসমানী' বাস্তব অবস্থা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। যখন সারা দেশে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ নিয়মিত যুদ্ধক্ষেত্র পরির্দশন করছিলেন; সেই সময়ে জেনারেল ওসমানী মুলত ব্যাস্ত ছিলেন কলকাতার থিয়েটার রোড এর কার্যালয়ে বাঙলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ম্যানুয়াল তৈরী'তে!

তার এই অনুপস্থিতি নিয়ে সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ'কে পূজি করেন এক দূরর্দশী এবং উচ্চাভিলাসী সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর/অক্টোবরের দিকে তিনি প্রস্তাব করেন জেনারেল ওসমানী'কে মুক্তিবাহিনীর সব্বাধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে, বিমান বাহিনীর অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার'কে মুক্তিবাহিনীর উপ-সব্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ দেওয়ার। উল্লেখ্য মুক্তিবাহিনীতে সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে জিয়াউর রহমান'ই ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র।

জিয়াউর রহমান জানতেন, বিমান বাহিনীর অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার'কে মুক্তিবাহিনীর সব্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ পেলে, সিনিয়র অফিসার হিসাবে তিনি স্বভাবতই উপ-সব্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হবেন এবং মুক্তিবাহিনীর সর্ম্পূন না হলেও অনেকটা র্কতৃত্ব তার হাতে চলে আসবে। সেনাবাহিনীর আর এক দূরর্দশী এবং উচ্চাভিলাসী অফিসার খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমানের এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এর তীব্র বিরোধিতা করেন, যার ফলে এই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হতে পারে নাই।

ব্যাক্তি জীবনে সৎ ও নিষ্ঠাবাণ হলেও, চিরকুমার কর্নেল ওসমানী' ছিলেন প্রচন্ড জেদী এবং একোরোঁখা, আর বাস্তব অবস্থা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তাই আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালে তিনি শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত অপছন্দের কারনে লেঃ কর্নেল রকিব এবং মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর মত দক্ষ অফিসার'কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেন! মেজর নাসিরের র্বননায় আমরা দেখতে পাই, শুধু মাত্র ব্যাক্তিগত 'ইগো'র কারনে চরম ক্রান্তিকালেও তিনি ব্যাস্ততার অযুহাতে জেনারেল অরোরা'র ফোন রিসিভ করেন নাই! জেনারেল ওসমানী মনে করতেন, তিনি হচ্ছেন জেনারেল এবং একটি সেনা বাহিনীর প্রধান, আর আর অরোরা হচ্ছেন শুধু মাত্র লেঃ জেনারেল এবং ইন্ডিয়ান আর্মির ইস্টার্ন

কমান্ডের প্রধান! 'ফলস ইগো' আর বাস্তব অবস্থা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্নতার এর চেয়ে বড় উদাহরন আর কি হতে পারে!!

মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি সম্মানিত জেনারেল পদাধিকার পেলেও ঘটনাচক্রে জেনারেল হওয়া, জেনারেল ওসমানী' তেমন বড় মনের বা চিন্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তার স্টাফ অফিসার ছিলেন, কর্নেল রব (পরর্বতীতে মেজর জেনারেল), এ, ডি, সি ছিলেন ক্যাপ্টেন নূর (বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের একজন); যাদের সবাই ছিলেন সিলেট জেলার অধিবাসী। পরর্বতী ঘটনাবলি প্রমান করে এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। তার র্কমকান্ডে ধারনা হওয়াই স্বাভাবিক যে তিনি অঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নাই।

১৬ ডিসেম্বর ও ওসমানীঃ ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী'র সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ রমনা রেসকোর্সে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসর্মপনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ জানালে নিরাপত্তার খোঁড়া অযুহাতে জেনারেল ওসমানী' এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং একটি হেলিকপ্টার নিয়ে মুক্ত যশোর কিংবা কুমিল্লা বা চট্টগ্রাম (যেই শহরগুলিতে ক্যান্টনমেন্ট আছে) এ না গিয়ে, সামরিকভাবে কমগুরুত্বর্পূন সিলেট(!) রওয়ানা দেন। সিলেটে ফেঞ্চুগঞ্জের কাছে তার হেলিকপ্টার গুলিবিদ্ধ হলে হেলিকপ্টার'টি ক্রাশ ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়। এই সেমসাইড ঘটনাটি ঘটেছিল দুর্বল যোগাযোগ ও ভুল বুঝাবুঝির ফলে।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তখন মুক্তিবাহিনীর উপ-সর্বাধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার'কে রমনা রেসকোর্সে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসর্মপনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ জানান। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার আত্মসর্মপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। মেজর জেনারেল ইব্রাহিম'এর মতে, প্রচারবিমুখ এবং অতন্ত্য জেন্টেলম্যান হিসাবে পরিচিত গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার'কে ভীড়ের মধ্যে থাকাতে র্দূভাগ্যবশত কোন ছবিতে স্থান পান নাই।

সেই সময়ে মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত অংশের আরেকজন অফিসার ক্রাক প্লাটুনের দ্বায়িত্ব নিয়োজীত এবং দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার, মেজর (পরর্বতীতে কর্নেল) হায়দার রমনা রেসকোর্সে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসর্মপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যা নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর অনিয়মিত অংশের বেশ কিছু গেরিলা (মূলত ক্রাক প্লাটুন ও দুই নম্বর সেক্টরের অর্ন্তভূক্ত) উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত অংশের ২য় বেঙ্গল ডেমরার দিক থেকে হেটে হেটে ঢাকা শহরে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যার একটু আগে ঢাকা স্টেডিয়ামে ঘাটি স্থাপন করে। টাঙ্গাইলের দিক থেকে ইন্ডিয়ান আর্মির মাউন্টেন ডিভিশনের মেঃ জেনারেল নাগরার সাথে কাদের সিদ্দিকি'ও ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবেশ করেন।

১৫ আগষ্ট - ৭ নভেম্বর; ওসমানী ও কর্নেল হায়দারঃ স্বাধীনতার পর জেনারেল ওসমানী বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটে নৌ ও যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় না পাওয়ার অভিমানে জেনারেল ওসমানী অনেক দিন তার কাজে যোগ দেন নাই।

১৫ আগষ্টে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জেনারেল ওসমানী খুনী মোশতাক সরকারের সামরিক উপদেষ্টার দ্বায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন। লে কর্নেল হামিদের ভাষ্য অনূযায়ী, ৩ নভেম্বরের পাল্টা অভূথ্যানের পর এই জেনারেল ওসমানীই বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর ইকবাল সহ অন্য মেজরদের হাত থেকে খুনী মোশতাকের জীবন রক্ষা করেন! অথচ

একই সময়ে জেলে জাতীয় চার নেতা হত্যাকান্ড ও পরর্বতীতে খুনীদের দেশত্যাগের সময়ে তিনি রহস্যজনক ভাবে নিস্ক্রিয় ছিলেন এবং ‘থ্রী ওয়াইজ মাংকি’তে পরিনত হন! সম্প্রতি আমেরিকায় অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম (অবঃ), বীর প্রতীক এর সাথে আমার ফোনে কথা হয়। তিনি জানান তার বড় ভাই কর্নেল হায়দার ১৯৭৫ সালে ৩রা নভেম্বরের পালটা অভূথ্যানের সময় ব্যাক্তিগত কাজে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তখন জেনারেল ওসমানীর অনুরোধে, জিয়া এবং খালেদ মোশাররফের মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন এবং র্দূভাগ্যজনকভাবে প্রান হারান।

ওসমানী ও ইতিহাসের মুল্যায়নঃ আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে জেনারেল ওসমানী ‘কে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলতে হবে। এক অবসর প্রাপ্ত কর্নেল থেকে দুই বছরের মধ্যে জেনারেল এবং প্রথমে মুক্তি ও পরে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছেন, বঙ্গবীর খেতাবও পেয়েছেন, কাদের সিদ্দিকীর মত। তার নামে দেশে একটি আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর, মেডিকেল কলেজ সহ অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। ৮০’র দশকে আরো একবার আওয়ামি লিগের ঘাঁড়ে ভর দিয়ে দিয়ে নৌকায় চড়ে নির্বাচন করেছিলেন খুনী মোশতাক সরকারের এই সামরিক উপদেষ্টা!! এইবার আর সংসদ সদস্য নয়, একেবারে প্রেসিডেন্ট পদে!!

এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশের ইতিহাস, দেশের সবচেয়ে মেধাবী ও সৎ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত, তাজউদ্দিন আহমেদ সহ জাতীয় চার নেতা’র প্রতি কি অবিচার করেছে। যারা দেশের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং জেলের মধ্যে র্নিমম ভাবে নিহত হয়েছেন। তাদের মূল্যায়ন তো দূরের কথা, তাদের হত্যার বিচার আজও অব্দি হয় নাই!

ভ্রম সংশোধনঃ আমার শেষ লেখা, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তাদের কথা’য় আমি এলিফেন্ট রোড’এ ‘নয়ন মার্কেট’ (পরর্বতীতে ‘মল্লিকা’ সিনেমা হল) এর পাশে সার্জেন্ট জহুরুল হক’এর পৈতৃক বাড়ি ‘চিত্রা’র কথা উল্লেখ করেছিলাম। আসলে সার্জেন্ট জহুরুল হক’এর পৈতৃক বাড়ি ছিল ‘চিত্রা’র ঠিক পিছনে। সার্জেন্ট জহুরুল হক’এর অন্য আরেক ভাই আমিনুল হক পরর্বতীতে বাংলাদেশের এর্টনী জেনারেল নিযুক্ত হন। ‘চিত্রা’ হচ্ছে এর্টনী জেনারেল আমিনুল হক’এর শ্বশুর বাড়ি এবং এই জন্যই সম্ভবত এই ভুল বূঝাবূঝির উদ্রেক হয়েছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য, ‘চিত্রা’ হচ্ছে ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যূথ্যানের অন্যতম নায়ক, কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম এর নানার বাড়ি!

ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম (অবঃ), বীর প্রতীক ১৯৭৫ সালে নয়, ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে বিয়ের পর আমেরিকা চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করছেন। এই দুইটি অনিচ্ছাকৃত ভূল তথ্যের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী

তথ্যসূত্রঃ

১। সত্য মামলা আগরতলা; কর্নেল শওকত আলী
২। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর; মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহীম, বীর প্রতীক
৩। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম
৪। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির
৫। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম
৬। তিনটি সেনা অভ্যূথান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল এম. এ হামিদ
৭। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৮। স্বাধীনতা ৭১,কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম

নাজমুল আহসান শেখ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১; victory1971@gmail.com